বাণী
বিশ্ব নাট্যদিবস ২০১৪

বিশ্বনাট্য দিবস ২০১৪
ব্রেট বেইলিরবাণী

যেখানেই আছে মানব সমাজের অস্তিত্ব সেখানেই ফুটে ওঠে অদম্য দৃশ্যকলাশিল্প ভাবনার প্রকাশ।

ছোট গাঁয়ের গাছতলায়, উচ্চ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মহানাগরিক মঞ্চে, বিদ্যালয়ের হলঘর, মাঠে এবং উপাসনালয়ে; বস্তিতে, নগরীর বিপণিবিতানে, গণকেন্দ্র এবং নগরকেন্দ্রের ভূগর্ভস্থ আড্ডা শালায় মানুষ জড়ো হয় ক্ষণজীবী মঞ্চ ভুবনে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। সজীব শরীর, প্রশ্বাস ও কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে মানবিক জটিলতা, আমাদের বৈচিত্র্য এবং ভাঙন প্রবণতাকে প্রকাশ করার জন্য এই ভুবন আমরা গড়ে তুলি।

স্মরণ ও অশ্রুপাতের জন্য আমরা সমবেত হই; হাসার জন্য, ভাবার জন্য, শেখার জন্য, সুনিশ্চিত করার জন্য বাকল্পনার জন্য। কারিগরি উৎকর্ষের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকার জন্য এবং দৈবসত্তাকে মূর্তরূপে উপস্থাপনার জন্য আমরা সমবেত হই সৌন্দর্য্য, সহানুভূতি এবং দানবিকতা প্রকাশের ক্ষমতা অর্জনে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসকে ধারণ করার জন্য। আমরা সাহস সঞ্চয় করতে ও ক্ষমতায়িত হবার জন্য মিলিত হই। বহুধা সংস্কৃতির ঐশ্বর্য উদ্‌যাপনের জন্য এবং আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সীমানারেখা বিলোপ করার জন্য আমরা সমবেত হই।

যেখানেই আছে মানব সমাজের অস্তিত্ব, সেখানেই ফুটে ওঠে অদৃশ্য শিল্প ভাবনার প্রকাশ। গোষ্ঠীজাত এই ভাবনা বিচিত্র ঐতিহ্যের মুখোশ ও অঙ্গাবরণ পরিধান করে। আমাদের বিভিন্ন ভাষা, ছন্দ এবং অঙ্গভঙ্গিকে বিভূষিত করে তা আমাদের মধ্যে একটা প্রকাশ ভূমির সংস্থান করে দেয়। এবং আমরা, শিল্পীরা, যারা এই অনাদি শক্তি নিয়ে কাজ করি, আমরা সেই শক্তিকে আমাদের হৃদয়, মনন এবং শরীরের মধ্য দিয়ে বহমান রাখতে আবশ্যিকভাবেই প্ররোচিত বোধকরি যাতে আমরা আমাদের বাস্তবতাকে তার ক্ষুদ্রতাএবং সমুজ্জ্বল রহস্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।

এই সমকালে যখন লাখো লাখো মানুষ বেঁচে থাকার সংগ্রামে অস্থির এবং অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থা ও লুণ্ঠন প্রবণ গণতন্ত্রের নিষ্পেষণে বিপর্যস্ত, সংঘাত এবং জীবন যন্ত্রণা থেকে পলায়নমুখী, আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা গোপন সংস্থার কার্যক্রমে আক্রান্ত এবং আমাদের ভাষা খবরদারি সরকার ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বনাঞ্চলের নিধন চলমান, বহুপ্রজাতি চিরতরে লীন, মহাসাগরের জলরাশি দূষিত, তখন কোন্ বিষয়টিকে প্রকাশ করার জন্য আমরা অন্তর্গতভাবে চাপ অনুভব করছি?

অসম শক্তি ভারবিশিষ্ট এই পৃথিবীতে, যেখানে বিবিধ দ্বন্দ্বমূলক ও বিরোধী ব্যবস্থা আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে একটি জাতি, একটি জ্ঞাতি, সমলিঙ্গ, একই ধরনের লিঙ্গীয় অগ্রাধিকার, একটি ধর্ম বিশ্বাস, একটি আদর্শ অন্য সকলের চেয়ে উন্নত, সেখানে বিবিধ সামাজিক কর্মসূচি থেকে শৃঙ্খলমুক্ত শিল্পচর্চার প্রাধান্য কি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে?

সীমাবদ্ধ ও মুক্তমঞ্চের শিল্পী হিসেবে আমরা কি বাজার ব্যবস্থার স্বাস্থ্যবিধি নির্দিষ্ট চাহিদার অনুগামী থাকব, নাকি আমাদের অন্তগর্ত শক্তিকে সংহত করে সমাজ মনে ও হৃদয়ে একটা জায়গা তৈরি করব যাতে মানুষ আমাদের সঙ্গে সমবেত হয় এবং তার মাধ্যমে অন্যদের অনুপ্রেরণা দিতে পারে, জাগাতে পারে, সচেতন করে তুলতে পারে এবং এভাবে আশা ও মুক্তমনা সহযোগিতারএকটা পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে?

অনুবাদ: অধ্যাপক শফি আহমেদ